# বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ-০১

প্রবাল চক্রবর্তী

# আধুনিক যুগ

- শুরু ১৮০১ সালে
- দেবতার প্রাধান্য লোপ পেয়ে গণমানুষের সাহিত্য শুরু।
- লক্ষণ-স্বদেশপ্রেম ও মানবতাবোধ।

# আধুনিক যুগে গদ্যের সূচনা

- উনিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা বাংলা গদ্যের বিকাশ।
- বাংলা গদ্যের প্রাথমিক নিদর্শন- ১৫৫৫ সালে কোচবিহারের রাজার লেখা চিঠি।

# বাংলা পত্র-পত্রিকা

- সম্পাদক
- প্রকাশক
- প্রকাশকাল

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর
(১৮২০-১৮৯১)

কাজী নজরুল ইসলাম
(১৮৯৯-১৯৭৬)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(১৮৬১-১৯৪১)

কায়কোবাদ
(১৮৫৭-১৯৫১)

জসীম উদ্দিন
(১৯০৩-১৯৭৬)

দীনবন্ধু মিত্র
(১৮৩০-১৮৭৩)

ফররুখ আহমেদ
(১৯১৮-১৯৭৪)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(১৮৩৮-১৮৯৪)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত
(১৮২৪-১৮৭৩)

মীর মশাররফ হোসেন
(১৮৪৭-১৯১১)

বেগম রোকেয়া
(১৮৮০-১৯৩২)

# সাহিত্যিকদের

## গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম

ছদ্মনাম

উপাধি

বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনি

# পঞ্চপাণ্ডব

১. অমিয় চক্রবর্তী

২. বুদ্ধদেব বসু

৩. জীবনানন্দ দাশ

৪. বিষ্ণু দে

৫. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পঞ্চপাণ্ডব ধারণাটি এসেছে মহাভারত থেকে। মহাভারত এ বর্ণিত পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র হলেন- যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব।

বাংলা সাহিত্যের পঞ্চপাণ্ডব নামে খ্যাত হলেন ত্রিশের দশকের বিশিষ্ট ৫ জন কবি। রবীন্দ্রপ্রভাবের বাইরে গিয়ে বাংলা ভাষায় আধুনিক কবিতা সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা। সাহিত্যে নিজেদের সাতন্ত্র্য বজায় রেখে আধুনিক বাংলা কবিতায় অসামান্য অবদান রাখায় তাদের ৫ জনকে বাংলা সাহিত্যে পঞ্চপাণ্ডব বলা হয়।

P2A

# গুরুত্বপূর্ণ ২০ জন কবি সাহিত্যিক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

ড.আলাউদ্দিন আল আজাদ

আহমদ শরীফ

জহির রায়হান

প্রমথ চৌধুরী

প্যারীচাঁদ মিত্র

বিহারীলাল চক্রবর্তী

মুনীর চৌধুরী

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

শওকত ওসমান

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শহীদুল্লা কায়সার

শামসুর রাহমান

সৈয়দ ওয়ালীউলাহ

সৈয়দ শামসুল হক

আল মাহমুদ

হাসান আজিজুল হক

সাম্প্রতিক যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ লেখকের লেখা প্রকাশিত হয় বা কোন গুরুত্বপূর্ণ লেখক মারা যান তবে তার সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে জেনে রাখা ভালো।

P2A

# খ্যাতিমান রাজনৈতিক ব্যক্তিদের লেখা

খ্যাতিমান রাজনৈতিক ব্যক্তিদের লেখা সম্পর্কে জানতে হবে।

যে গ্রন্থগুলো সম্প্রতি কোনো পুরস্কার পেয়েছে বা পাবে সেগুলো সম্পর্কেও জেনে রাখা ভালো।

# সাহিত্য বিষয়ক সংগঠন

- বাংলা একাডেমি
- বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি
- ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও শিখা গোষ্ঠী
- মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি
- হিন্দু কলেজ ও ইয়ংবেঙ্গল ও ডিরোজিও
- বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি
- কল্লোল গোষ্ঠী

# SSC বাংলা

## সূচপত্র


| গদ্য | | | কবিতা | | |
|---|---|---|---|---|---|
| লেখক | বিষয় | পৃষ্ঠা | কবি | বিষয় | পৃষ্ঠা |
| ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | প্রত্যুপকার | ১ | শাহ মুহম্মদ সগীর | বন্দনা | ১৮৯ |
| বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ফুলের বিবাহ | ৬ | আলাওল | হাম্‌দ্‌ | ১৯২ |
| রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | সুভা | ১১ | আবদুল হাকিম | বঙ্গবাণী | ১৯৫ |
| রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | লাইব্রেরি | ১৮ | মাইকেল মধুসূদন দত্ত | কপোতাক্ষ নদ | ১৯৮ |
| রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | দেনাপাওনা | ২১ | হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | জীবন–সঙ্গীত | ২০১ |
| প্রমথ চৌধুরী | বই পড়া | ২৮ | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | প্রাণ | ২০৫ |
| শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | অভাগীর স্বর্গ | ৩৪ | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | জুতা–আবিষ্কার | ২০৮ |
| রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন | নিরীহ বাঙালি | ৪৪ | যতীন্দ্রমোহন বাগচী | অন্ধবধূ | ২১৩ |
| মুহম্মদ শহীদুল্লাহ | পল্লিসাহিত্য | ৪৯ | সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত | ঝর্ণার গান | ২১৬ |
| মোহাম্মদ লুৎফর রহমান | উদ্যম ও পরিশ্রম | ৫৬ | সুকুমার রায় | ছায়াবাজি | ২২০ |
| এস ওয়াজেদ আলি | জীবনে শিল্পের স্থান | ৬২ | গোলাম মোস্তফা | জীবন বিনিময় | ২২৩ |
| বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | আম-আঁটির ভেঁপু | ৬৬ | কাজী নজরুল ইসলাম | আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে | ২২৭ |
| মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী | মানুষ মুহম্মদ (স.) | ৭৩ | কাজী নজরুল ইসলাম | মানুষ | ২৩০ |
| বনফুল | নিমগাছ | ৮০ | কাজী নজরুল ইসলাম | উমর ফারুক | ২৩৩ |
| কাজী নজরুল ইসলাম | উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন | ৮৩ | জীবনানন্দ দাশ | সেইদিন এই মাঠ | ২৩৯ |
| মোতাহের হোসেন চৌধুরী | শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব | ৮৭ | জসীমউদ্‌দীন | পল্লিজননী | ২৪২ |
| মোতাহের হোসেন চৌধুরী | লাইব্রেরি | ৯১ | বিষ্ণু দে | একটি কাফি | ২৪৭ |
| সৈয়দ মুজতবা আলী | প্রবাস বন্ধু | ৯৬ | সুফিয়া কামাল | আমার দেশ | ২৫০ |
| মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় | মমতাদি | ১০৪ | সিকান্দার আবু জাফর | আশা | ২৫৪ |
| রণেশ দাশগুপ্ত | রহমানের মা | ১১২ | ফররুখ আহমদ | বৃষ্টি | ২৫৭ |
| কবীর চৌধুরী | পয়লা বৈশাখ | ১১৬ | আহসান হাবীব | আমি কোনো আগন্তুক নই | ২৬০ |
| আবু ইসহাক | বনমানুষ | ১২১ | সুভাষ মুখোপাধ্যায় | মে-দিনের কবিতা | ২৬৪ |
| জাহানারা ইমাম | একাত্তরের দিনগুলি | ১২৮ | আবুল হোসেন | পোস্টার | ২৬৮ |
| মমতাজউদদীন আহমদ | স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা | ১৩৫ | সুকান্ত ভট্টাচার্য | রানার | ২৭০ |
| জহির রায়হান | বাঁধ | ১৪৫ | শামসুর রাহমান | তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা | ২৭৪ |
| আনিসুজ্জামান | আমাদের সংস্কৃতি | ১৫২ | হাসান হাফিজুর রহমান | অবাক সূর্যোদয় | ২৭৮ |
| হায়াৎ মামুদ | সাহিত্যের রূপ ও রীতি | ১৫৭ | সৈয়দ শামসুল হক | আমার পরিচয় | ২৮২ |
| হুমায়ুন আজাদ | বাঙলা শব্দ | ১৬৭ | আল মাহমুদ | বোশেখ | ২৮৭ |
| সেলিনা হোসেন | রক্তে ভেজা একুশ | ১৭১ | রফিক আজাদ | চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া | ২৯১ |
| হুমায়ূন আহমেদ | নিয়তি | ১৭৮ | নির্মলেন্দু গুণ | স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো | ২৯৫ |
| মুহম্মদ জাফর ইকবাল | তথ্য প্রযুক্তি | ১৮৩ | কামাল চৌধুরী | সাহসী জননী বাংলা | ৩০১ |
| | | | রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ | মিছিল | ৩০৫ |

# HSC বাংলা

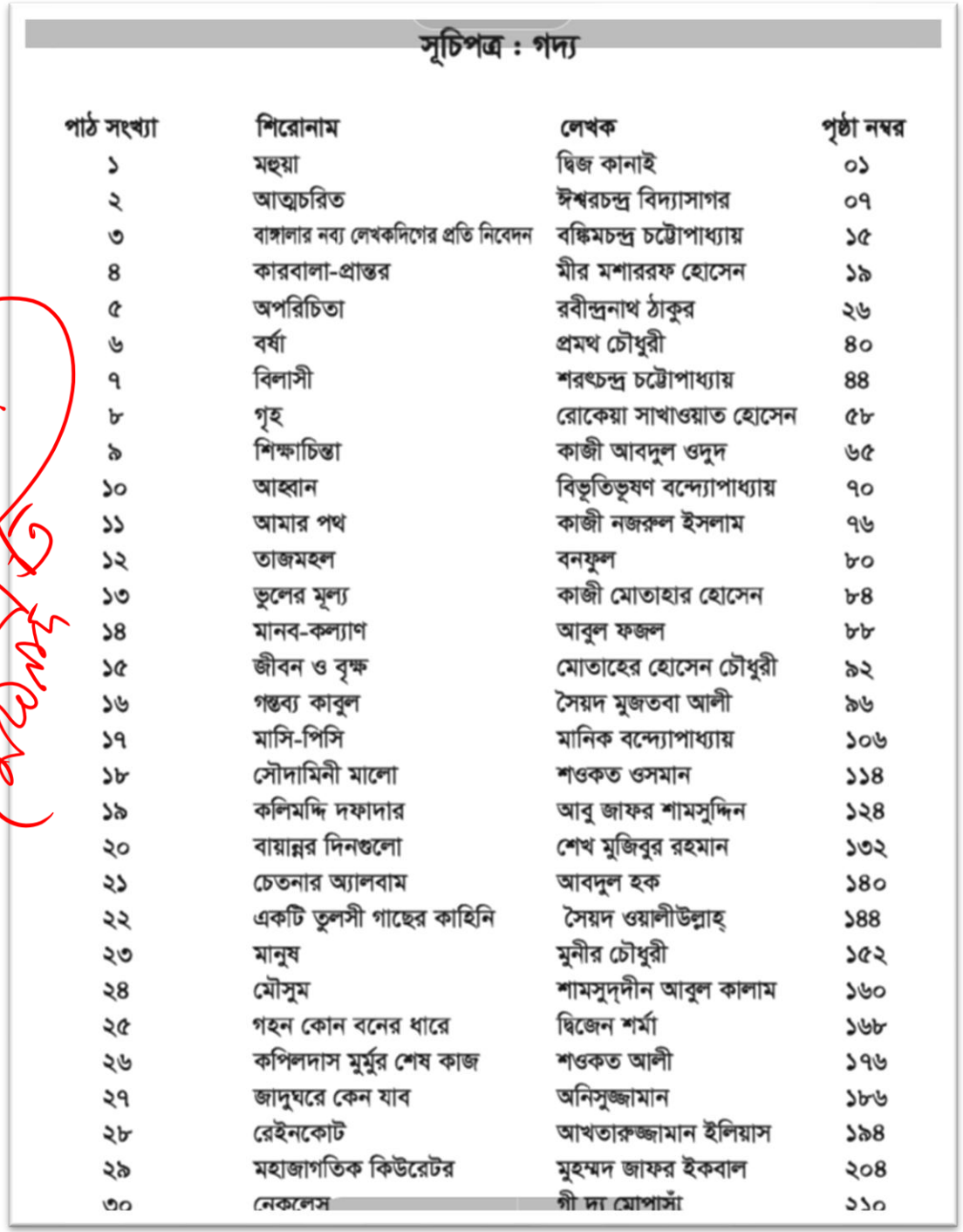

## সূচিপত্র : গদ্য


| পাঠ সংখ্যা | শিরোনাম | লেখক | পৃষ্ঠা নম্বর |
|---|---|---|---|
| ১ | মহুয়া | দ্বিজ কানাই | ০১ |
| ২ | আত্মচরিত | ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | ০৭ |
| ৩ | বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন | বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ১৫ |
| ৪ | কারবালা-প্রান্তর | মীর মশাররফ হোসেন | ১৯ |
| ৫ | অপরিচিতা | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ২৬ |
| ৬ | বর্ষা | প্রমথ চৌধুরী | ৪০ |
| ৭ | বিলাসী | শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ৪৪ |
| ৮ | গৃহ | রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন | ৫৮ |
| ৯ | শিক্ষাচিন্তা | কাজী আবদুল ওদুদ | ৬৫ |
| ১০ | আহ্বান | বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৭০ |
| ১১ | আমার পথ | কাজী নজরুল ইসলাম | ৭৬ |
| ১২ | তাজমহল | বনফুল | ৮০ |
| ১৩ | ভুলের মূল্য | কাজী মোতাহার হোসেন | ৮৪ |
| ১৪ | মানব-কল্যাণ | আবুল ফজল | ৮৮ |
| ১৫ | জীবন ও বৃক্ষ | মোতাহের হোসেন চৌধুরী | ৯২ |
| ১৬ | গন্তব্য কাবুল | সৈয়দ মুজতবা আলী | ৯৬ |
| ১৭ | মাসি-পিসি | মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় | ১০৬ |
| ১৮ | সৌদামিনী মালো | শওকত ওসমান | ১১৪ |
| ১৯ | কলিমদ্দি দফাদার | আবু জাফর শামসুদ্দিন | ১২৪ |
| ২০ | বায়ান্নর দিনগুলো | শেখ মুজিবুর রহমান | ১৩২ |
| ২১ | চেতনার অ্যালবাম | আবদুল হক | ১৪০ |
| ২২ | একটি তুলসী গাছের কাহিনি | সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ | ১৪৪ |
| ২৩ | মানুষ | মুনীর চৌধুরী | ১৫২ |
| ২৪ | মৌসুম | শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম | ১৬০ |
| ২৫ | গহন কোন বনের ধারে | দ্বিজেন শর্মা | ১৬৮ |
| ২৬ | কপিলদাস মুর্মুর শেষ কাজ | শওকত আলী | ১৭৬ |
| ২৭ | জাদুঘরে কেন যাব | অনিসুজ্জামান | ১৮৬ |
| ২৮ | রেইনকোট | আখতারুজ্জামান ইলিয়াস | ১৯৪ |
| ২৯ | মহাজাগতিক কিউরেটর | মুহম্মদ জাফর ইকবাল | ২০৪ |
| ৩০ | নেকলেস | গী দ্য মোপাসাঁ | ২১০ |

# বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ

# আধুনিক যুগের সূত্রপাত

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের শুরু ইংরেজদের আগমনের সঙ্গে জড়িত। আধুনিক যুগের শুরু হয় ১৮০০ সাল থেকে। তখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা, ছাপাখানার প্রচলন, বাঙালি তরুণদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ, ইয়ং বেঙ্গলের সৃষ্টি, পত্রপত্রিকা প্রকাশ, তদুপরি নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার চর্চায় বাঙালি জীবন হয়ে ওঠে গতিশীল। এই গতিই আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের পূর্বে গদ্যরীতির প্রচলন ছিলনা। গদ্যের লিখিত রূপ চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, বৈষ্ণব কড়চা ও বিদেশি খ্রিষ্টান কর্তৃক লিখিত ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল। বাংলা গদ্যের বিকাশে 'শ্রীরামপুর মিশন' ও 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' অগ্রণী ভূমিকা অয়ালন করে।

# আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্য ছিল ব্যক্তি প্রধান। মধ্যযুগে এসে ধর্মটা মুখ্য হয় এবং মানুষ বা ব্যক্তি গৌণ হয়ে পড়ে। মধ্যযুগের সাহিত্য দেবদেবীর প্রতিনির্ভর। এটি ছিল একমুখী অনুবাদ ও অনুকরণমূলক সাহিত্য। **আধুনিক যুগে মানুষ মুখ্য হয় এবং মানবতাই হলো একমাত্র কাম্য।**

এ যুগের সাহিত্য অনেক বেশি জীবনমুখী ও মানবিকতাসম্পন্ন। জীবনের দুঃখ দুর্দশা, হতাশা-শূন্যতা, সুখ-স্বপ্ন এতে বর্ণিত হয়। সমাজের নিচুস্তরের লোকজনও এতে নায়ক হতে পারে। যেখানে পূর্বের সাহিত্য সমাজের কেন্দ্রে বসবাসকারী অভিজাত সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি-ই শুধু নায়ক হত।

পদ্যের পাশাপাশি বৈচিত্র্যময় মৌলিক সাহিত্য আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম লক্ষণ। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ আধুনিক সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে। আধুনিক যুগে গদ্য সাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। সাহিত্যে এসেছে নতুন মাত্রা, সৃষ্টি হয়েছে গদ্য কবিতা। এছাড়া প্রকৃতিবোধ, শিল্পচেতনা এবং মননশীলতায়ও এসেছে অভূতপূর্ব পরিবর্তন।

# যুগসন্ধিক্ষণ

যুগসন্ধিক্ষণ কথাটির অর্থ দুই যুগের মিলনকাল। বাংলা সাহিত্যে-১৭৬০ সালে মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর কার্যত মধ্যযুগ শেষ হয়ে যায়।

আবার ১৮০০ সালে আধুনিক যুগ কাগজ-পত্রে শুরু হলেও প্রকৃতপক্ষে এর শুরু মাইকেলের হাত ধরে ১৮৬০ সালের দিকে। মাঝের এই ১০০ বছর মধ্যযুগের শেষ ও আধুনিক যুগের শুরুর সময়টাই যুগসন্ধিক্ষণ।

এই সময়টায় বাংলা সাহিত্য মধ্যযুগের ধর্মীয় বাতারবণ ভেঙ্গে মানবতাকে উপজীব্য করে পরিপুষ্ট হয়। বাংলা সাহিত্যের এই পথ পরিক্রমাকেই যুগ সন্ধিক্ষণ বলে অভিহিত করা হয়। এই সময়ে আবির্ভাব ঘটে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের।

# ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

- **ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত:** ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনকাল ১৮১২-১৮৫৯। তিনি সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ রত্নাবলী, পাষন্ডপীড়ন, সংবাদ সাধুরঞ্জন ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাকে যুগ সন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়।

- **বলার কারণ:** বাংলা সাহিত্য মধ্যযুগের শেষে আধুনিক সময়ের সাথে মিলনের সময়কালেই কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্ম। তার রচনায় নবীন ও প্রবীণ দুই ধারারই সমাবেশ ঘটেছিল। যুগের পরিবর্তনকে তিনি যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারেননি বলে তার লেখায় মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য যেমন পাওয়া যায় তেমনি আবার আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যও স্পষ্ট। **দুই যুগের বৈশিষ্ট্যই সমানভাবে থাকার করণে তাকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়।**

# বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশ

## ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দ

আসামরাজকে লেখা কোচবিহারের রাজার একটি পত্রকে বাংলা গদ্যের প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন বলে মনে করা হয়।

# বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ

ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ

রচয়িতা- দোম আন্তোনিও দো-রোজারিও (ভূষণার জমিদারপুত্র)

পর্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরে ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে রোমান হরফে মুদ্রিত হয়।

# ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ

ঢাকার ভূষণার জমিদারপুত্র দোম আন্তনিও নামক একজন দেশীয় পাদ্রি রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থটির কথা। ভূষণার জমিদারপুত্র ১৬৬৩ সালে মগ দস্যুদের দ্বারা অপহৃত হয়ে আরাকানে নীত হন। একজন পাদ্রি তাঁকে উদ্ধার করে রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। পরে তিনি নিজেই একজন পাদ্রি হিসেবে খ্যাত হন। শোনা যায়, তাঁর প্রচেষ্টায় ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ গ্রন্থে একজন ব্রাহ্মণ ও একজন রোমান ক্যাথলিকের মধ্যে ধর্মবিচারচ্ছলে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে খ্রিস্ট ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই ছিল উদ্দেশ্য।

# কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ

রচয়িতা-মনোএল দা আসসুম্পসাঁও

১৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দে রচিত এবং ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে লিসবনে রোমান হরফে মুদ্রিত গ্রন্থটি বাংলা গদ্যের প্রাথমিক প্রচেষ্টার নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

বিষয়বস্তু: খ্রিষ্টান গুরু-শিষ্যের কথোপকথন

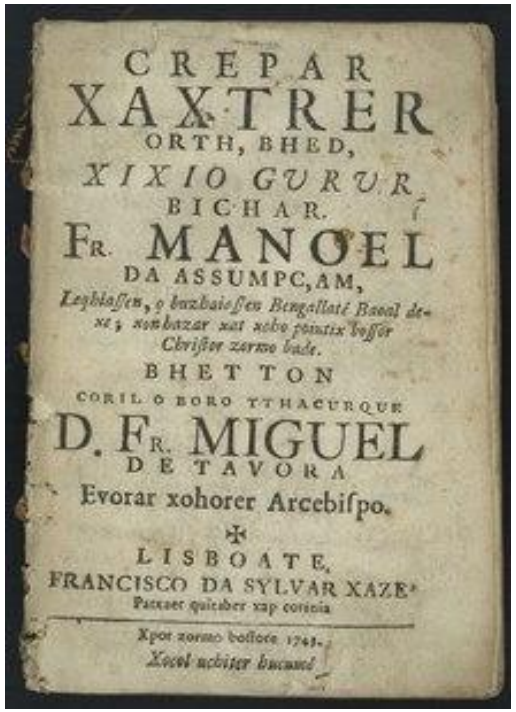
CREPAR
XAXTRER
ORTH, BHED,
XIXIO GURUR
BICHAR.
Fr. MANOEL
DA ASSUMPC,AM,
BHET TON
CORIL O BORO TTHACURQUE
D. Fr. MIGUEL
DE TAVORA
Evorar xohorer Arcebiſpo.
LISBOATE,
FRANCISCO DA SYLVAR XAZE

# কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ

- মানোএল দা আসসুম্পসাঁও কর্তৃক ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত এবং ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে লিসবনে রোমান হরফে মুদ্রিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ' গ্রন্থটি বাংলা গদ্যের প্রাথমিক প্রচেষ্টার নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটি ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলের নাগরী (বর্তমান গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার একটি গ্রাম) নামক স্থানে লিখিত।
- এই গ্রন্থের বাঁ দিকের পৃষ্ঠায় বাংলা ভাষায় এবং ডান দিকের পৃষ্ঠায় পর্তুগিজ ভাষায় গুরু ও শিষ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মের মহিমা এবং খ্রিস্টানদের আচার-অনুষ্ঠানের কথা আলোচিত হয়েছে। মূল পর্তুগিজ অংশ মানোএল দা আসসুম্পসাঁও-এর লেখা; তিনি সম্ভবত কোন দেশীয় খ্রিস্টান দ্বারা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন।
- খ্রিস্টীয় ধর্মশাস্ত্রকে কৃপা বা দয়ার শাস্ত্র মনে করে এর অর্থ রহস্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা আলোচ্য গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় । গ্রন্থকার ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলে পাদ্রি হিসেবে ধর্মপ্রচারে রত ছিলেন এবং সে অঞ্চলে থাকাকালীন গ্রন্থটি রচিত বলে তাতে স্থানীয় উপভাষার প্রভাব আছে।

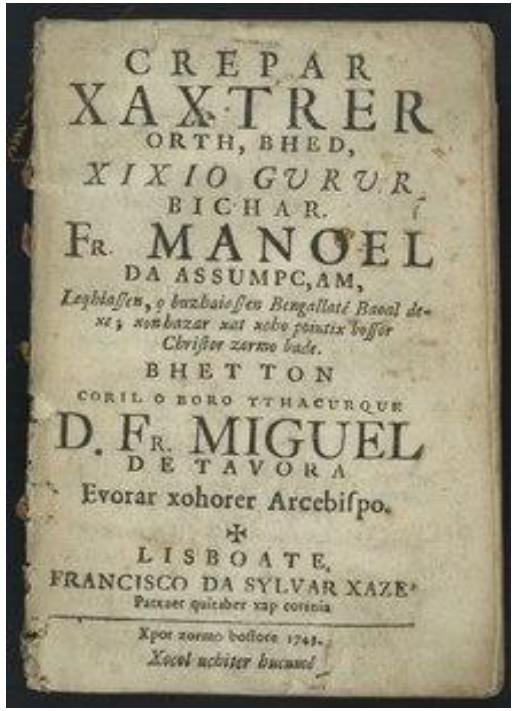
CREPAR
XAXTRER
ORTH, BHED,
XIXIO GURUR
BICHAR.
FR. MANOEL
DA ASSUMPC,AM,
BHET TON
CORIL O BORO TTHACURQUE
D. FR. MIGUEL
DE TAVORA
Evorar xohorer Arcebiſpo.
LISBOATE,
FRANCISCO DA SYLVAR XAZE

# শ্রীরামপুর মিশন

- শ্রীরামপুর মিশন ছিল ব্রিটিশ ভারতে খ্রিষ্টানদের প্রথম নিজস্ব প্রচার সংঘ। **এটি ছিল মূলত একটি ছাপাখানা** যেখান থেকে বাইবেলসহ খ্রিষ্টান ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদ করে এদেশে প্রচারের লক্ষ্য নেয়া হয়েছিল।

- ১৮০০ সালের ১০ জানুয়ারি অধুনা পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুরে স্থাপিত হয় শ্রীরামপুর মিশন। উইলিয়াম কেরি ও ভ্রাতৃবৃন্দ এ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর মিশন থেকে যে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়

দিগদর্শন

সমাচার দর্পন

# বাংলা ছাপাখানা

- ১৪৯৮ সালে গোয়ায় উপমহাদেশের প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে চার্লস উইলকিন্স হুগলিতে প্রথম বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন।
- তিনি নিজেই বাংলা অক্ষরের নকশা তৈরি করেন
- চার্লস উইলকিন্সকে বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক বলা হয়
- তার নির্দেশনা অনুযায়ী পঞ্চানন কর্মকার বাংলা অক্ষর খোদাই করেন।
- ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুরে মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন করেন।
- ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মথী রচিত **'মঙ্গল সমাচার'** গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়। (অনুবাদ গ্রন্থ)

# ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্য পরিচালনা করতে আসা নবীন ইংরেজ সিভিলিয়ানদের এ দেশীয় ভাষা-শিল্প-সাহিত্যআচার-আচরণাদি শিক্ষা দেয়ার জন্য গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০০ সালের ৪ মে **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ** প্রতিষ্ঠা করেন।

- **গদ্য বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বিশেষভাবে অবদান রাখে ।** ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ব্রিটিশ পাদ্রি উইলিয়াম কেরি।

- বাংলা গদ্য বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্বে ১৮০১ থেকে ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে **৮ জন লেখক ১৩টি বাংলা গদ্য পুস্তক লিখেছিলেন।**

| পণ্ডিতের নাম | গ্রন্থের নাম ও প্রকাশ কাল |
| --- | --- |
| ১) রামরাম বসু | ১) রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১): এটি কলেজ থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। এটি বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ । <br> ২) লিপিমালা (১৮০২)। বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্র সাহিত্য। (কলেজের ছাত্রদের চলিত ভাষা অ দেশীয় লোকের বৈষয়িক ব্যবহারের পরিচয় দানের জন্য পত্রাকারে লিখিত প্রবন্ধ) |
| ২) উইলিয়াম কেরী | ১) কথোপকথন (১৮০১)। <br> ২) ইতিহাসমালা (১৮১২) অনূদিত গল্পের সংকলন। |
| ৩) গোলকনাথ শর্মা | (১) হিতোপদেশ (১৮০২) সংস্কৃত থেকে অনুবাদ । |
| ৪) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (তিনি কলেজের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত) | ১) বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২)। <br> ২) হিতোপদেশ (১৮০৮)। <br> ৩) রাজাবলি (১৮০৮) বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম ইতিহাস। গ্রন্থ সংস্কৃত রাজাবলি গ্রন্থের অনুসরণে লিখিত । <br> ৪) প্রবোধচন্দ্রিকা (রচনাকাল : ১৮১৩, প্রকাশকাল : ১৮৩৩)। |

| | |
|---|---|
| ৫) তারিণীচরণ মিত্র<br>(তিনি কলেজের পণ্ডিত ছিলেন না।) | ১) ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট (১৮০৩) ঈশপস ফেবলসের<br>অনুবাদ। |
| ৬) রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় | ১) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (১৮০৫)। |
| ৭) চণ্ডীচরণ মুন্‌শী | ১) তোতা ইতিহাস (১৮০৫) তুতিনামা নামক ফারসী<br>গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ |
| ৮) হরপ্রসাদ রায় | ১) পুরুষ পরীক্ষা (১৮১৫) |

# রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র - ১৮০১

## রামরাম বসু

বাঙালির লেখা বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ

রামরাম বসুকে বলা হয় কেরী সাহেবের মুন্সী।

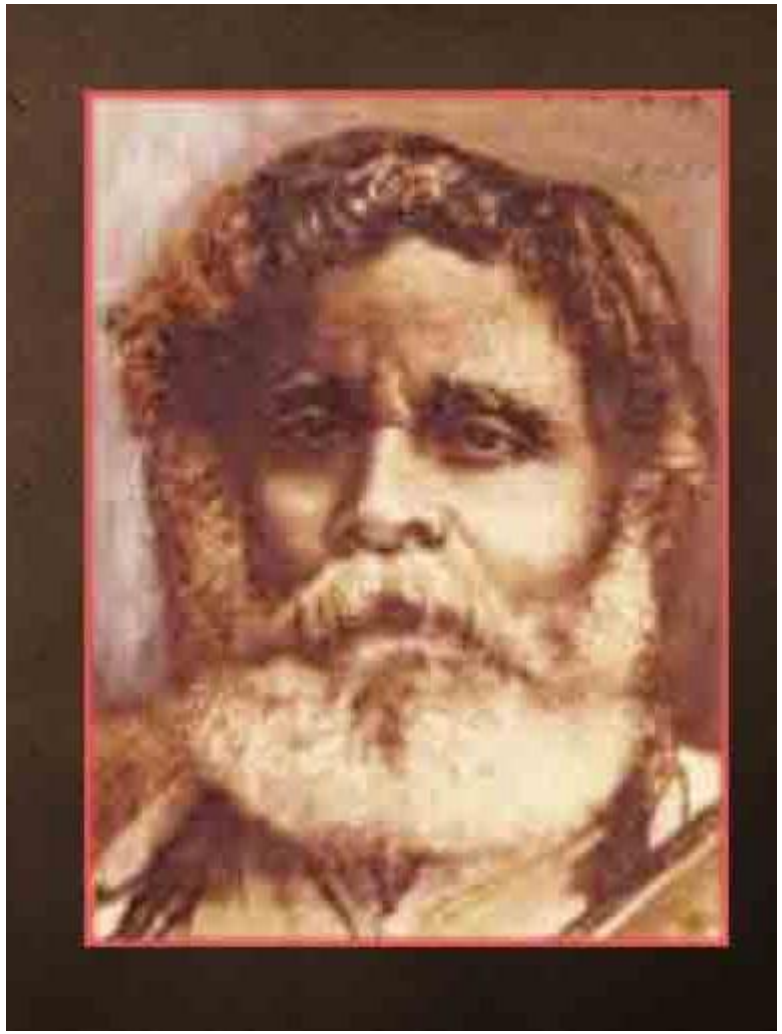

# কেরী সাহেবের মুন্সী

- ‘মুন্সি’ শব্দের অর্থ শিক্ষিত লোক, পণ্ডিত, করণিক। ১৭৯৩ সালে উইলিয়াম কেরী এ দেশে আসলে রামরাম বসুকে বাংলা মুন্সি হিসেবে নিযুক্ত করেন। এজন্য রামরাম বসুকে কেরী সাহেবের মুন্সি বলা হয়। ১৭৯৩ থেকে ১৭৯৬ সাল পর্যন্ত তিনি উইলিয়াম কেরিকে বাংলা শেখান।

# কথোপকথন-১৮০১

উইলিয়াম কেরি

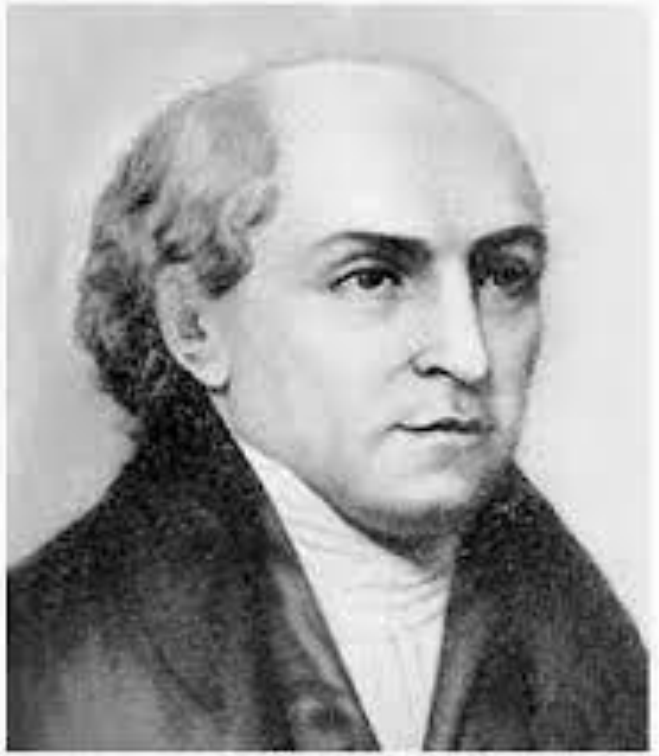

বাংলা ভাষায় মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ (শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত)

বাংলা ভাষার কথ্যরীতির প্রথম নিদর্শন

দ্বিভাষিক গ্রন্থ (এক পৃষ্ঠায় বাংলা, অপর পৃষ্ঠায় ইংরেজি)

# উইলিয়াম কেরি

- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের **বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরি।** তিনি ১৭৯৩ সালে কলকাতায় আগমন করেন। ১৮০১ সালে তিনি বাংলা ও সংস্কৃতের শিক্ষক হিসেবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে নিযুক্ত হন। ১৮০৭ সালে তিনি এ বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

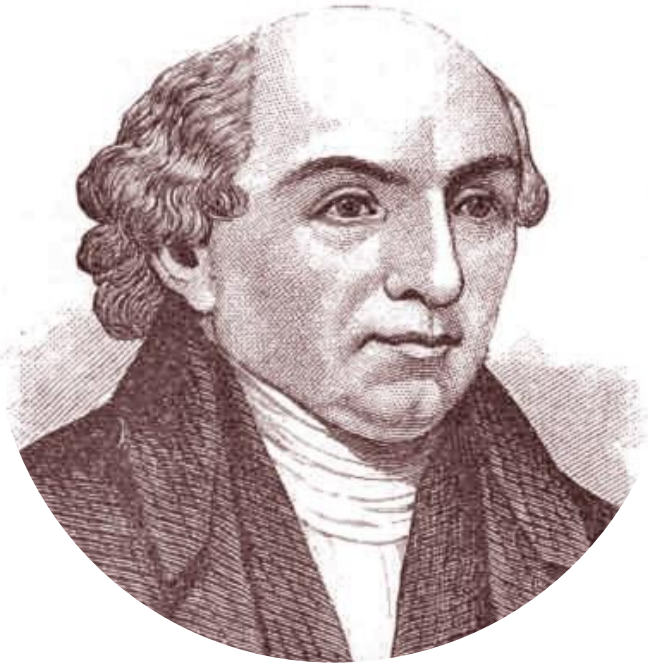

- **‘কথোপকথন’ (১৮০১) ও ‘ইতিহাসমালা’ (১৮১২)** তাঁর রচিত দুটি বই। এ দুটি বই বাংলা বিভাগে পাঠ্য ছিল।

# ইয়ং বেঙ্গল

‘আস্তিকতা হোক, নাস্তিকতা হোক, কোন জিনিসকে পূর্ব থেকে গ্রহণ না করা; জিজ্ঞাসা ও বিচার'- এ মন্ত্রে যারা উজ্জীবিত ছিল তারাই ইয়ংবেঙ্গল।

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর শিষ্যরাই **ইয়ং বেঙ্গল** নামে পরিচিত।

# ইয়ংবেঙ্গলের সদস্য

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখ। এরা সবাই ছিলেন মুক্তচিন্তা দ্বারা উজ্জীবিত। হিন্দু সমাজে বিদ্যমান সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামো এদেরকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত হিন্দু কলেজের ছাত্র থাকাবস্থায় ডিরোজিওর আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। সমাজের প্রচলিত কুসংস্কারকে পদানত করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে সমাজের ধর্মান্ধতা ও গোড়ামী দূর করার জন্য কলম ধরেন।

পরবর্তীতে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর সদস্যরা ডিরোজিওর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলে তিনি নব্য ইয়ংবেঙ্গলদের অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে কটাক্ষ করে ১৮৫৯ সালে রচনা করেন বিখ্যাত প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা'।

## ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র / পত্রিকা

‘এনকোয়ার’ (সম্পাদক- কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়),

‘জ্ঞানান্বেষণ’ (সম্পাদক- দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার)।

# ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ

- প্রতিষ্ঠা: ১৯ জানুয়ারি, ১৯২৬।
- বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের সূত্রপাত।
- ১৯৩৭ অবধি কাজ চলমান ছিল।
- প্রধান লেখক: আবদুল কাদির, কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল হুসেন।

# ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ

- মুখপত্র ছিল: শিখা পত্রিকা।
- আবুল হোসেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

# বাংলা একাডেমী

- প্রতিষ্ঠা : ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫
- প্রেক্ষাপট: ভাষা আন্দোলন
- বাংলা একাডেমী পুরস্কার:১৯৬০
- বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়:বর্ধমান হাউজে

# বাংলা একাডেমী সম্পাদিত পত্রিকা

| পত্রিকার নাম | ধরণ |
|---|---|
| ধানশালিকের দেশ | ত্রৈমাসিক কিশোর পত্রিকা |
| লেখা | মাসিক পত্রিকা |
| বার্তা | মাসিক মুখপত্র |
| বাংলা একাডেমী পত্রিকা | গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক |
| উত্তরাধিকার | সৃজনশীল সাহিত্য |
| The Bangla Academy Journal | ইংরেজি ভাষায় গবেষণামূলক ষাণ্মাসিক |

# বাংলা একাডেমির বিভাগ ৪টি

১। গবেষণা, সংকলন, ও ফোকলোর বিভাগ

২। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ

৩। পাঠ্যপুস্তক বিভাগ

৪। প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ

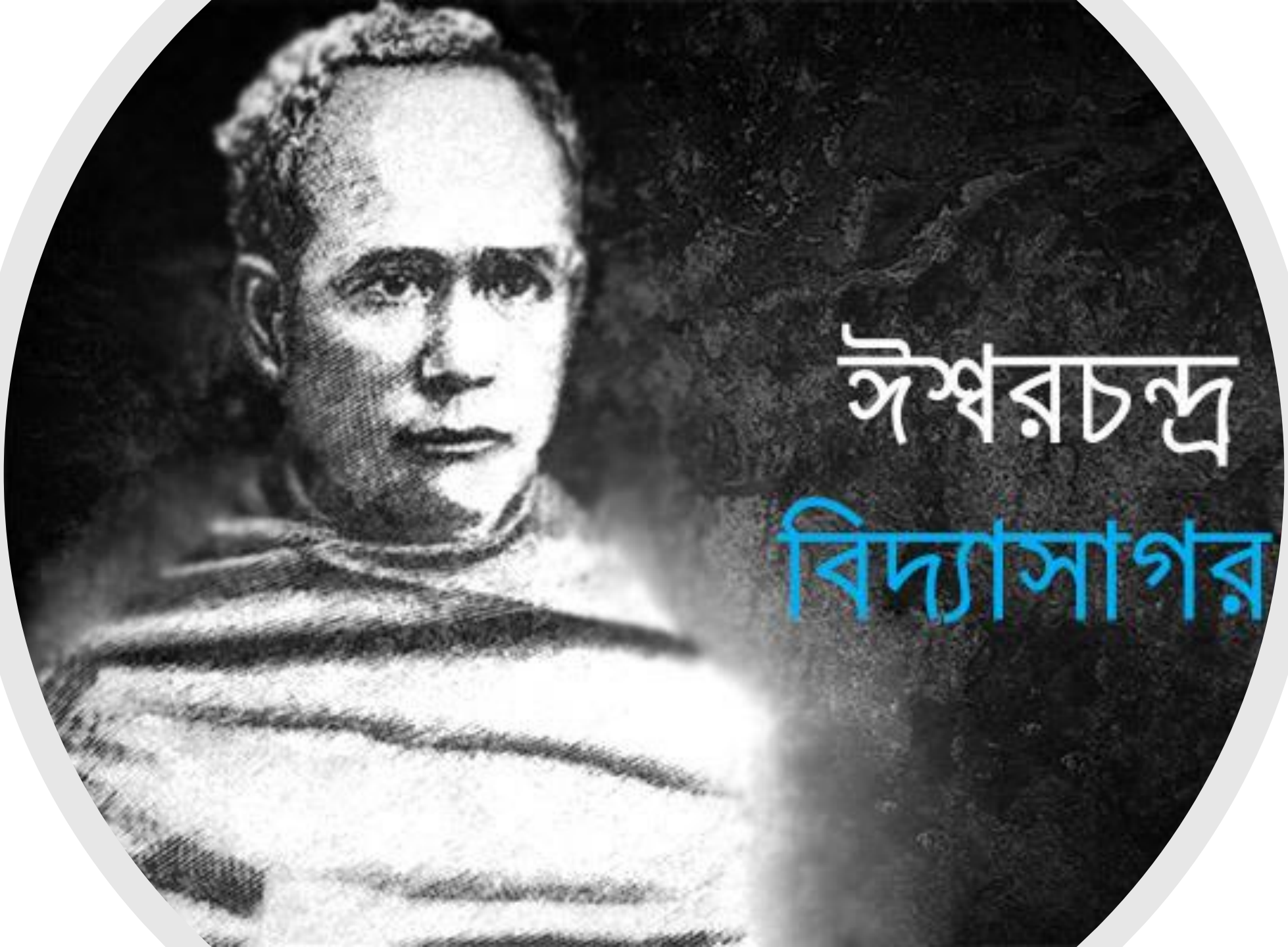
ঈশ্বরচন্দ্র
বিদ্যাসাগর

# ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

জন্ম- বীরসিংহ গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গের মেদেনীপুর ।

পারিবারিক নাম-

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যে নামে স্বাক্ষর করতেন-

ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

# ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

ছদ্মনাম-

কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোষ্য

বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন-

সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৮৩৯ সালে

তাঁকে করুনাসাগর বিশেষণ প্রদান করেন-

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

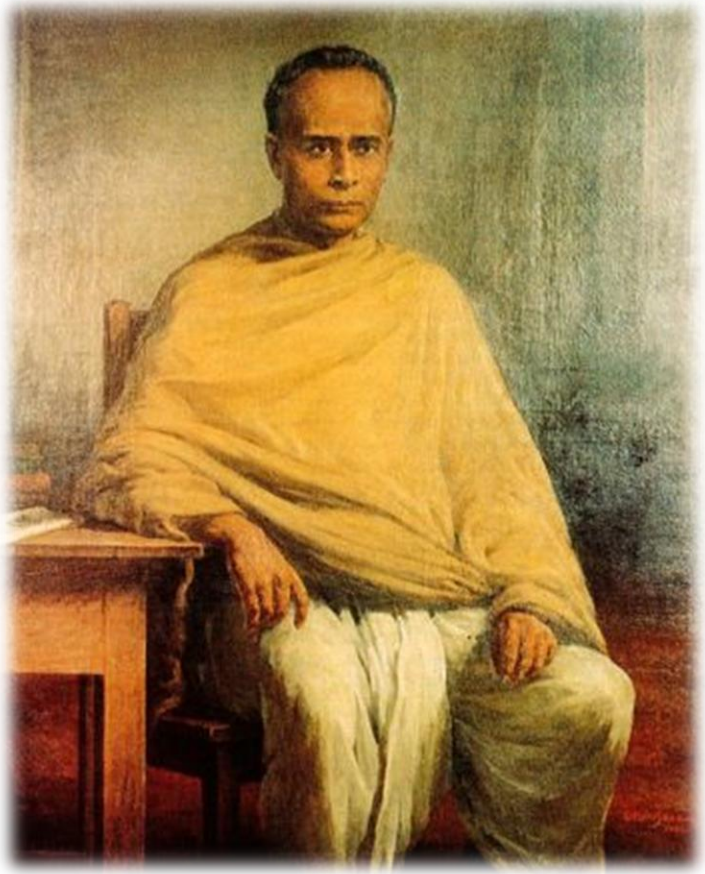

# ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বাংলা গদ্যরীতি প্রচলনে অবিস্মরনীয় অবদান রাখার জন্য বিদ্যাসাগরকে-

**‘বাংলা গদ্যের জনক’** বলা হয়

# নারী শিক্ষায় বিদ্যাসাগর

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান-

কলকাতায় বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠা

তাঁর প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়-

১৮৫৬ সালে

# নারী শিক্ষায় বিদ্যাসাগর

মাত্র ২১ বছর বয়সে ১৮৪১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের পণ্ডিত হন- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

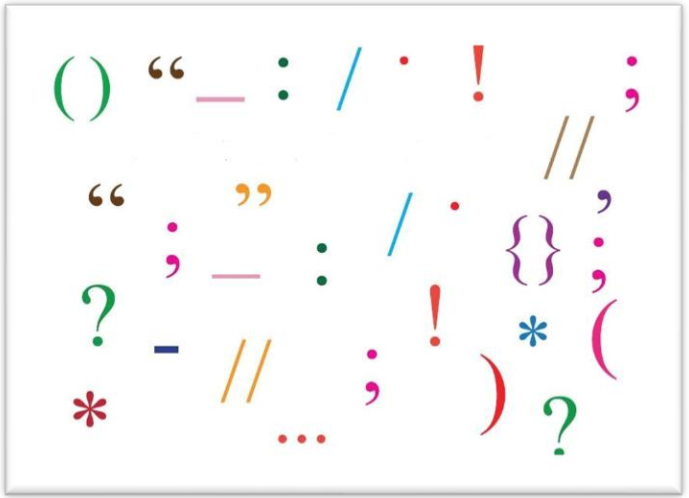

বাংলা সাহিত্যে **যতি বা বিরাম চিহ্নের** প্রচলন করেন- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বাংলাভাষায় যতি বা বিরাম চিহ্নের প্রচলন শুরু হয় – ১৮৪৭ সালে

# বিদ্যাসাগরের গ্রন্থ

- মৌলিক রচনা
- অনুবাদ গ্রন্থ
- বেনামি রচনা (মৌলিক)
- শিশুতোষ ও স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ

# মৌলিক রচনা

১) প্রভাবতী সম্ভাষণ (রচনাকাল : আনুমানিক ১৮৬৩, প্রকাশকাল : ১৮৯২)
(গুরুত্বপূর্ণ)

২) বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব

৩) বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার

৪) বাল্য বিবাহের দোষ (১৮৫০)

৫) সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব ।

# মৌলিক রচনা (বেনামি)

১)অতি অল্প হইল

২) আবার অতি অল্প হইল

৩) ব্রজ বিলাস **

৪) বিধবা বিবাহ ও যশোহর হিন্দু ধর্ম রক্ষিণী সভা

৫)রত্নপরীক্ষা**

# শিশুতোষ ও স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ ***

১) বর্ণ পরিচয় এ বইটি ক্ল্যাসিক মর্যাদা লাভ করে । শিক্ষার্থীদের জন্য আদর্শ বাংলা বই পাওয়া যায় এই বইটি প্রকাশের মাধ্যমে ।

২) বোধোদয়

৩) কথামালা

৪) আখ্যান মঞ্জরী

৬) শব্দমঞ্জরী

# অনুবাদ গ্রন্থ

১)বেতাল পঞ্চবিংশতি হিন্দি ‘বৈতাল পচ্চীসী’ অবলম্বনে রচিত ।

এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ

২)বাঙ্গালার ইতিহাস জন ক্লার্ক মার্শম্যান রচিত " History of Bengal" গ্রন্থ অবলম্বনে ।

৩) ভ্রান্তিবিলাস শেক্সপিয়রের 'Comedy of Errors' অবলম্বনে ।

৪) শকুন্তলা : কালিদাসের সংস্কৃত নাটক ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম' অবলম্বনে ।

ভবভূতি রচিত ‘উত্তররামচরিত' নাটক ও বাল্মীকি

৫) সীতার বনবাস রামায়ণে’র উত্তরকাণ্ড থেকে ।

৬) জীবনচরিত চেম্বার্সের বায়োগ্রাফির বঙ্গানুবাদ ।

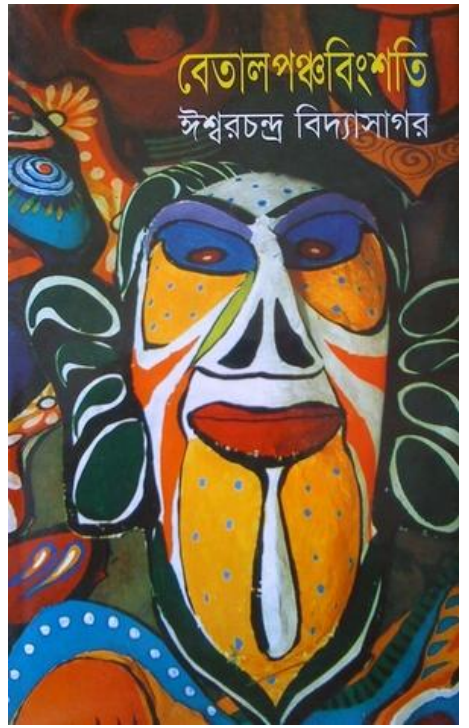

# ব্যাকরণ

- সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা
- ব্যাকরণ কৌমুদি

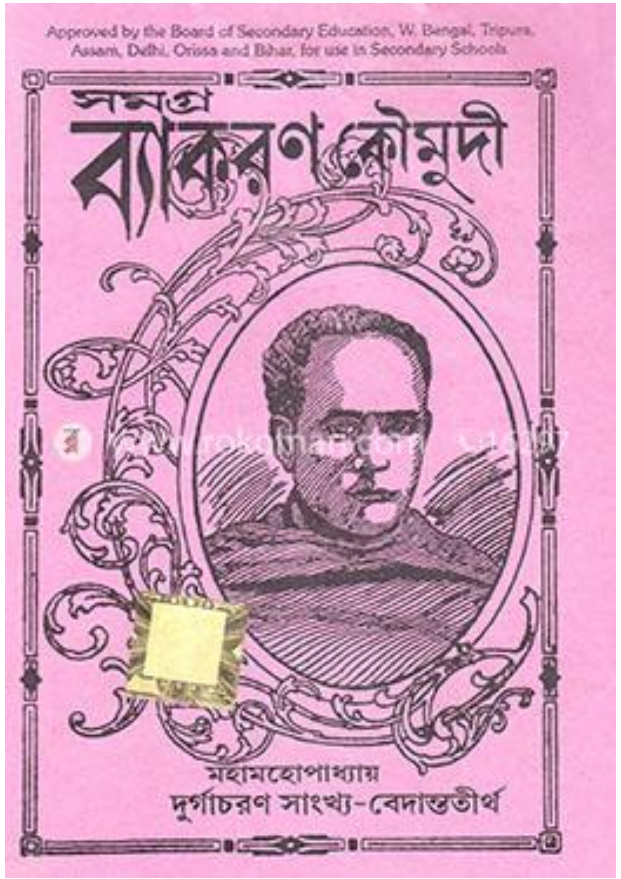

# বিদ্যাসাগর চরিত/আত্মচরিত

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনী।
- প্রকাশ: ১৮৯১।

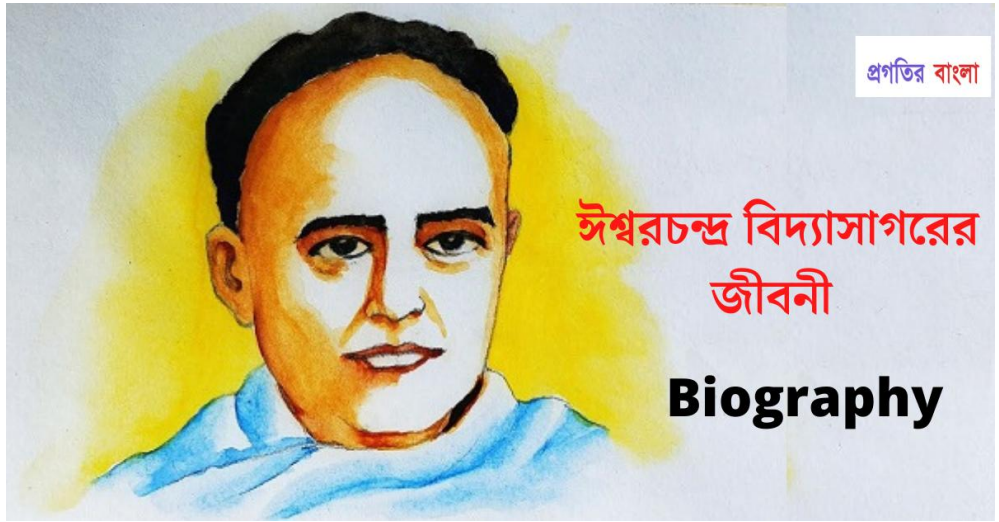

# বেতাল পঞ্চবিংশতি

১৮৪৭ সালে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ।

এটি হিন্দি **‘বৈতাল পচ্চিসী’র** অনুবাদ।

ঈশ্বরচন্দ্রের এই গ্রন্থের দশম সংস্করনে সর্বপ্রথম যতি চিহ্নের সফল প্রয়োগ হয়।

গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা হয়।

# মৌলিক গ্রন্থ

**প্রভাবতী সম্ভাষণ:** ১৮৯২ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক গ্রন্থ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যসাগরের তথা বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক গ্রন্থ 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' একটি আবেগপূর্ণ রচনা। **বিদ্যাসাগরের বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যয়ের ছোট্ট মেয়ে প্রভাবতী।** বিদ্যাসাগর তাকে খুব আদর করতেন। এই মেয়েটি কঠিন অসুখে অবেলায় মারা গেলে বিদ্যাসাগর মানসিকভাবে প্রচন্ড কষ্ট পান।

প্রভাবতীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রচিত 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (১৮৬৩)। এতে তাঁর অন্তরের বিলাপ ফুটে উঠেছে। এ**টি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিকগ্রন্থের পাশাপাশি প্রথম শোকগাঁথা।**

Bankim Chandra
Chattopadhyay
বঙ্কিম চন্দ্র

# জন্ম

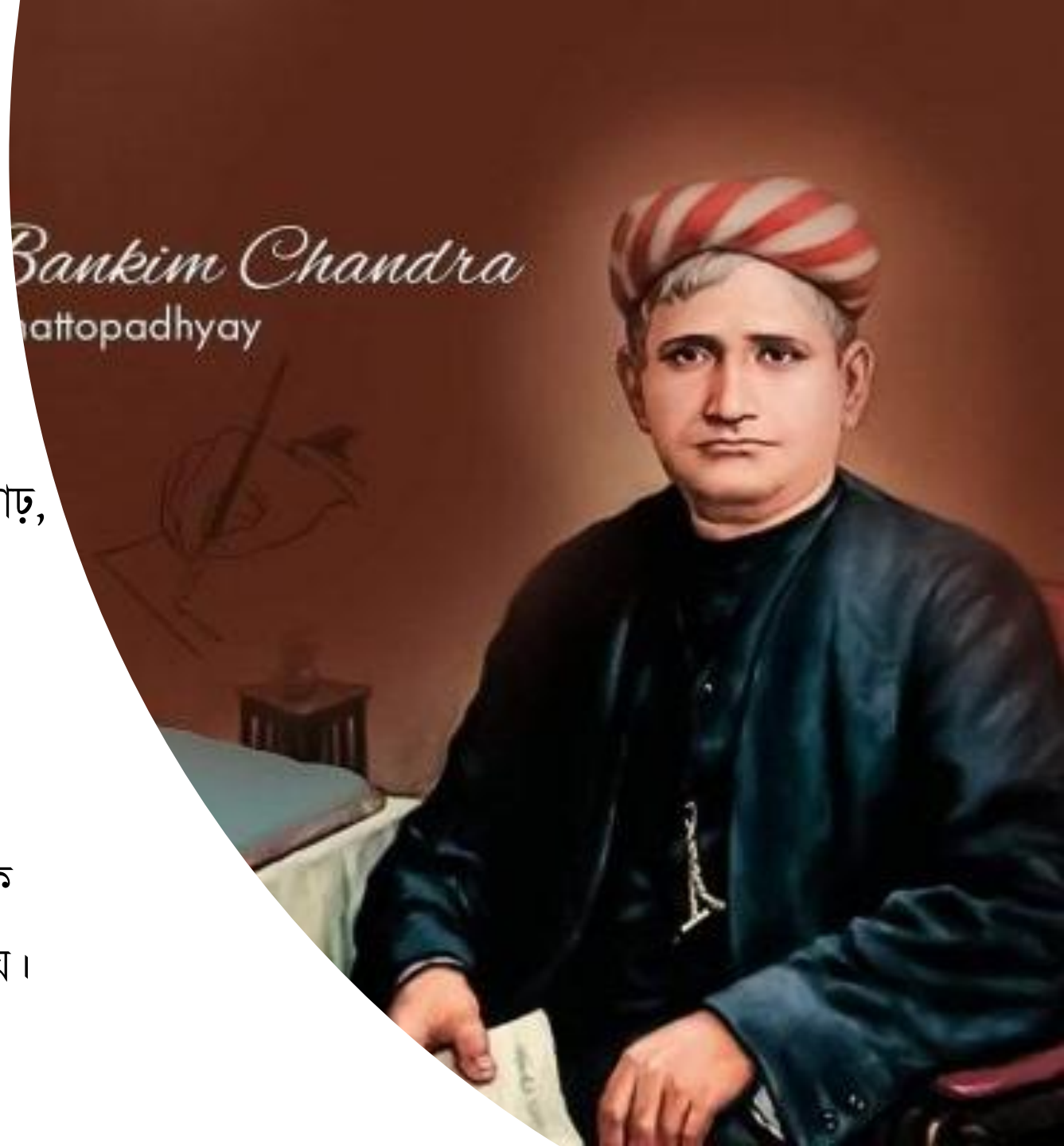


- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ সালের ২৬ জুন (১৩ আষাঢ়, ১২৪৫) পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

- আদিনিবাস- হুগলী জেলার দেশমুখো গ্রাম। বাংলা সার্থক উপন্যাস সাহিত্যের স্থপতি। পিতা যাদব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

- ১৮৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ব্যাচের দশজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র দুজন ছাত্র বি.এ. পাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বসু। সেসূত্রে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট।

# বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪)

## ছদ্মনাম

## কমলাকান্ত

## উপাধি

## বাংলার স্কট

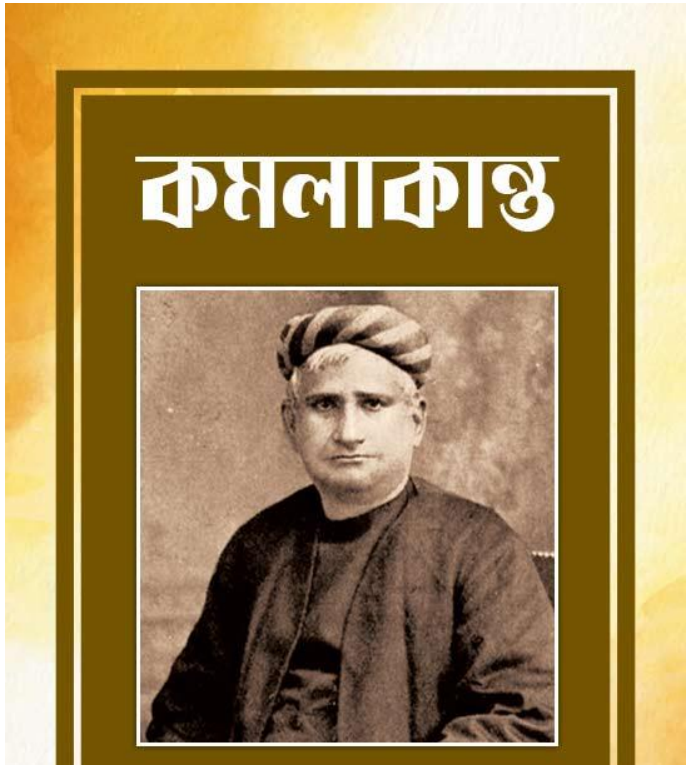


ওয়াল্টার স্কট স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত উপন্যাস রচয়িতা এবং কবি।

পুরো ইউরোপ জুড়ে তার জনপ্রিয়তা ছিল। ওয়াল্টার স্কটের ইংরেজি উপন্যাসের আদলকে আদর্শ ধরেই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাস রচনা করেছেন। এজন্য তাকে 'বাংলার স্কট' বলা হয়।

# বঙ্কিমচন্দ্র

১৮৫২ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ‘সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্যিক হিসেবে যাত্রা শুরু ।

আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জনক

# বঙ্কিমচন্দ্র

প্রথম কাব্য

ললিতা তথা মানস

প্রথম উপন্যাস

রাজমোহন্স ওয়াইফ

প্রথম সার্থক উপন্যাস

দুর্গেশনন্দিনী-১৮৬৫

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক রোমান্টিক উপন্যাস

কপালকুণ্ডলা

# বঙ্কিমচন্দ্র

রাসীআন- কবিরাই- কদম – দেবীর চন্দ্রযুগ

# রাসীআন- কবিরাই- কদম - দেবীর চন্দ্রযুগ

| | | |
|---|---|---|
| দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) | কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮) | চন্দ্রশেখর (১৮৭৫) |
| কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬) | রাজসিংহ (১৮৮২) | Rajmohon's Wife (১৮৬৪) |
| বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) | দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) | রাধারাণী (১৮৭৫) |
| যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪) | ইন্দিরা (১৯৭৩) | মৃণালিনী (১৮৬৯) |
| রজনী (১৮৭৭) | সীতারাম (১৮৮৭)সর্বশেষ | আনন্দ মঠ (১৮৮২) |

# সামাজিক উপন্যাস

বিষবৃক্ষ- চরিত্র (সূর্যমুখী, নগেন্দ্র, কুন্দনন্দিনী)

কৃষ্ণকান্তের উইল (ভ্রমর, রোহিনী ও গোবিন্দলাল)

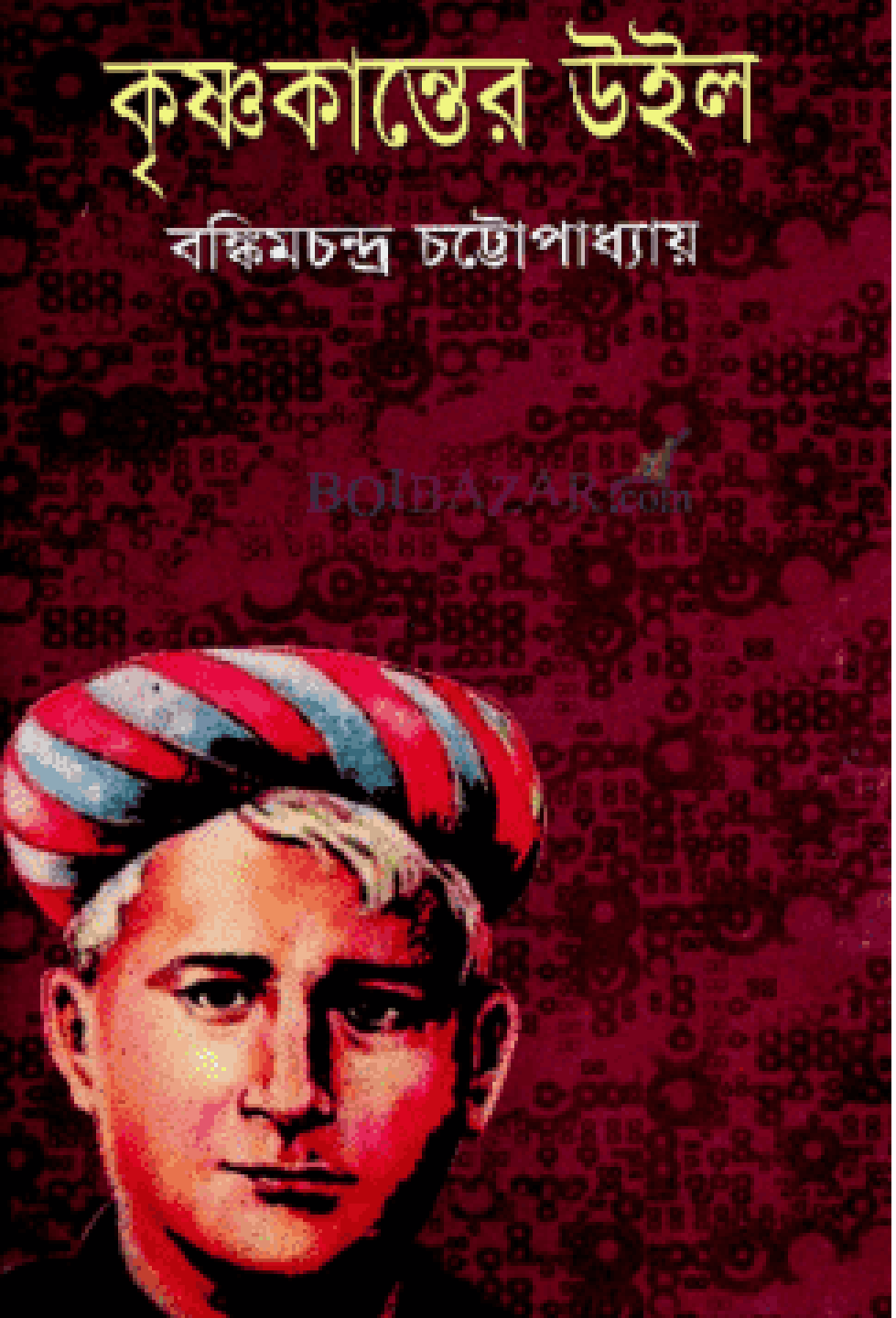


# শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

## কৃষ্ণকান্তের উইল

# খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস

রাজসিংহ

একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব ও রাজপুত রাজা রাণা রাজসিংহের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল, সেটাই উপন্যাসের মূল বিষয়।

চরিত্র: রাজসিংহ, চঞ্চলকুমারী, জেবুন্নেসা

# ত্রয়ী উপন্যাস

আনন্দমঠ

দেবী চৌধুরাণী

সীতারাম

**ত্রয়ী উপন্যাস** বলতে মূলত স্বাভাবিক যোগসূত্র ও ধারাবাহিকতায় এক সাথে তিনটি উপন্যাসকে বোঝানো হয়।

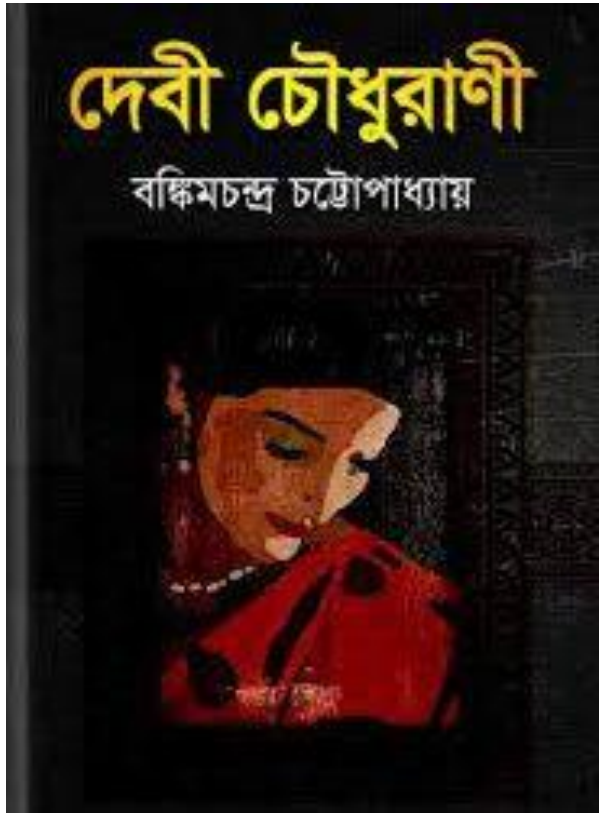

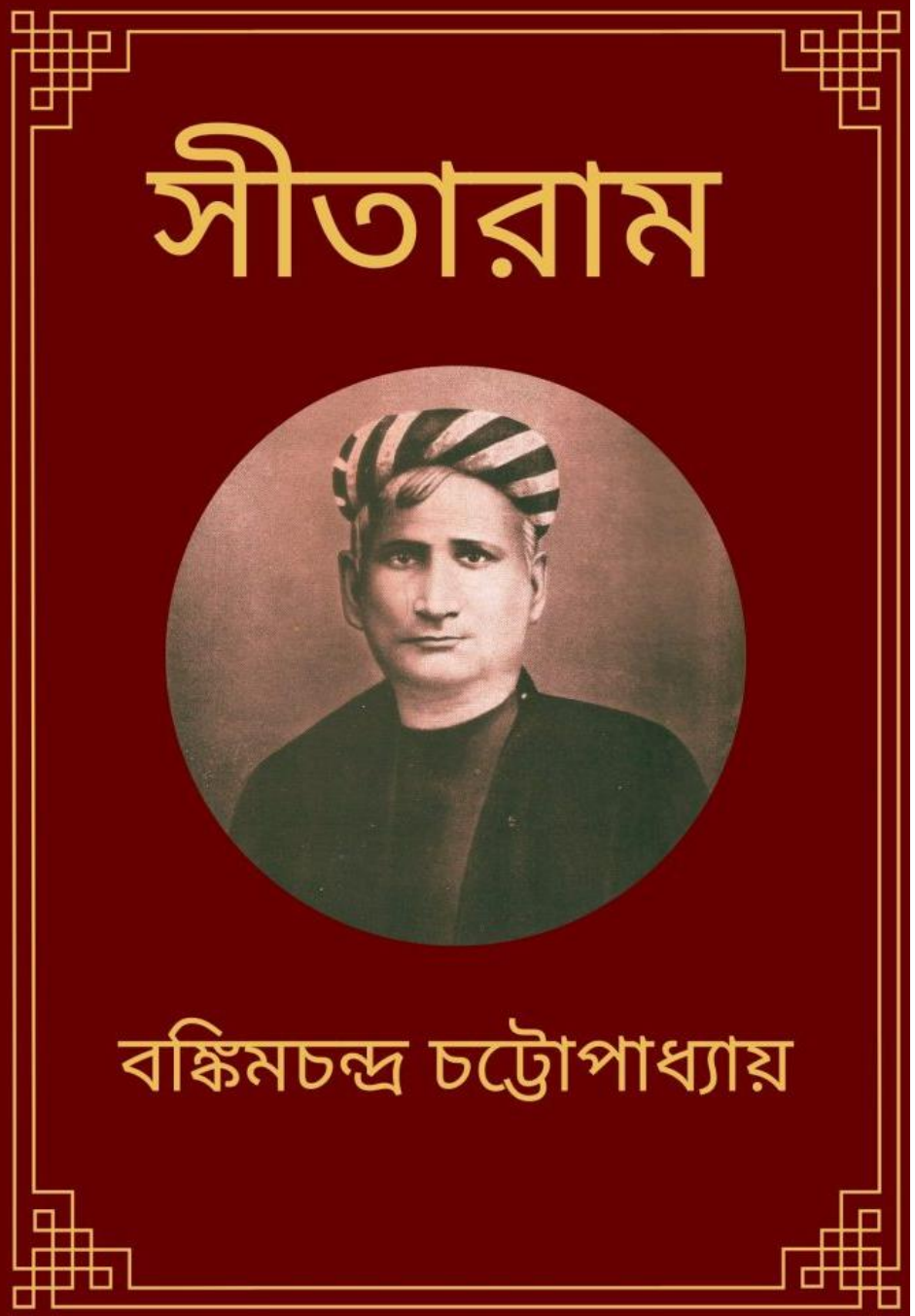


# সীতারাম (১৮৮৭, সর্বশেষ উপন্যাস)

- রাজা সীতারাম এর রাজ্য ছিল মাগুরার মোহাম্মাদ পুরে। এই রাজ্য ঘিরেই গড়ে উঠেছে উপন্যাস এর প্লট। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে মাগুরায় পোস্টিং থাকা অবস্থায় এই উপন্যাস লেখেন। এই উপন্যাসে হিন্দুধর্মের নবজাগরণ এর গান গাওয়া হয়েছে বেশি তাই এই বইয়ে ঐতিহাসিকতা রক্ষা হয়নি।

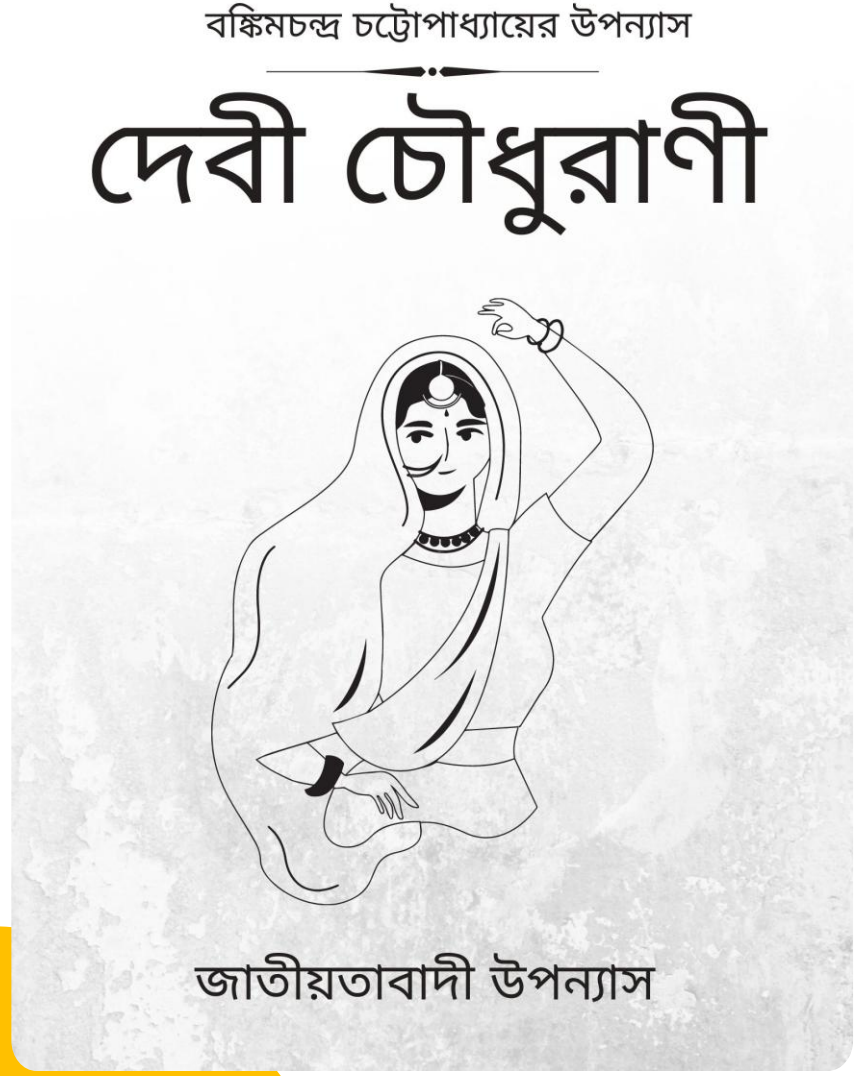


# দেবী চৌধুরাণী

- দেবী চৌধুরাণী হচ্ছেন রংপুরের পীরগাছার মন্থনার জমিদার। রংপুর অঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহ, ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন নেত্রী। ইংরেজ বিরোধী অনেকগুলো সফল অভিযানের পর ১৭৮৩ সালে স্বয়ং ওয়ারেন হেস্টিংসের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে তিনি নিহত হন। পরবর্তীতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রংপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালনকালে এ ঘটনা জানতে পারেন এবং রচনা করেন ‘দেবী চৌধুরাণী’ উপন্যাস। উপন্যাসটি ‘বঙ্গদর্শন পত্রিকার ১২৮৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে।

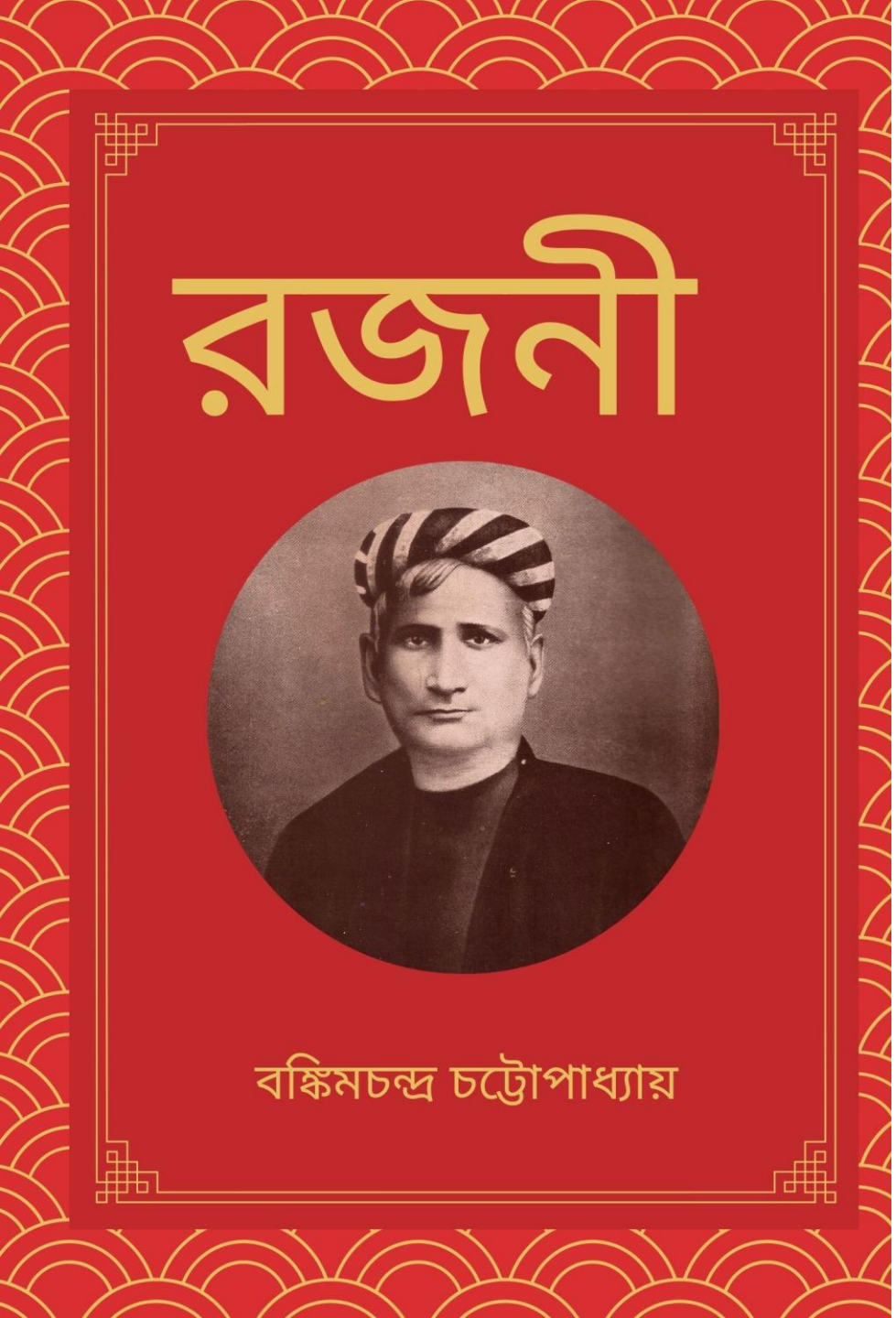


# মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ মূলক উপন্যাস

রজনী

চরিত্র (অমরনাথ, লবঙ্গলতা)

# বঙ্কিমচন্দ্র

# প্রবন্ধ

কমলাকান্তের দপ্তর

লোকরহস্য

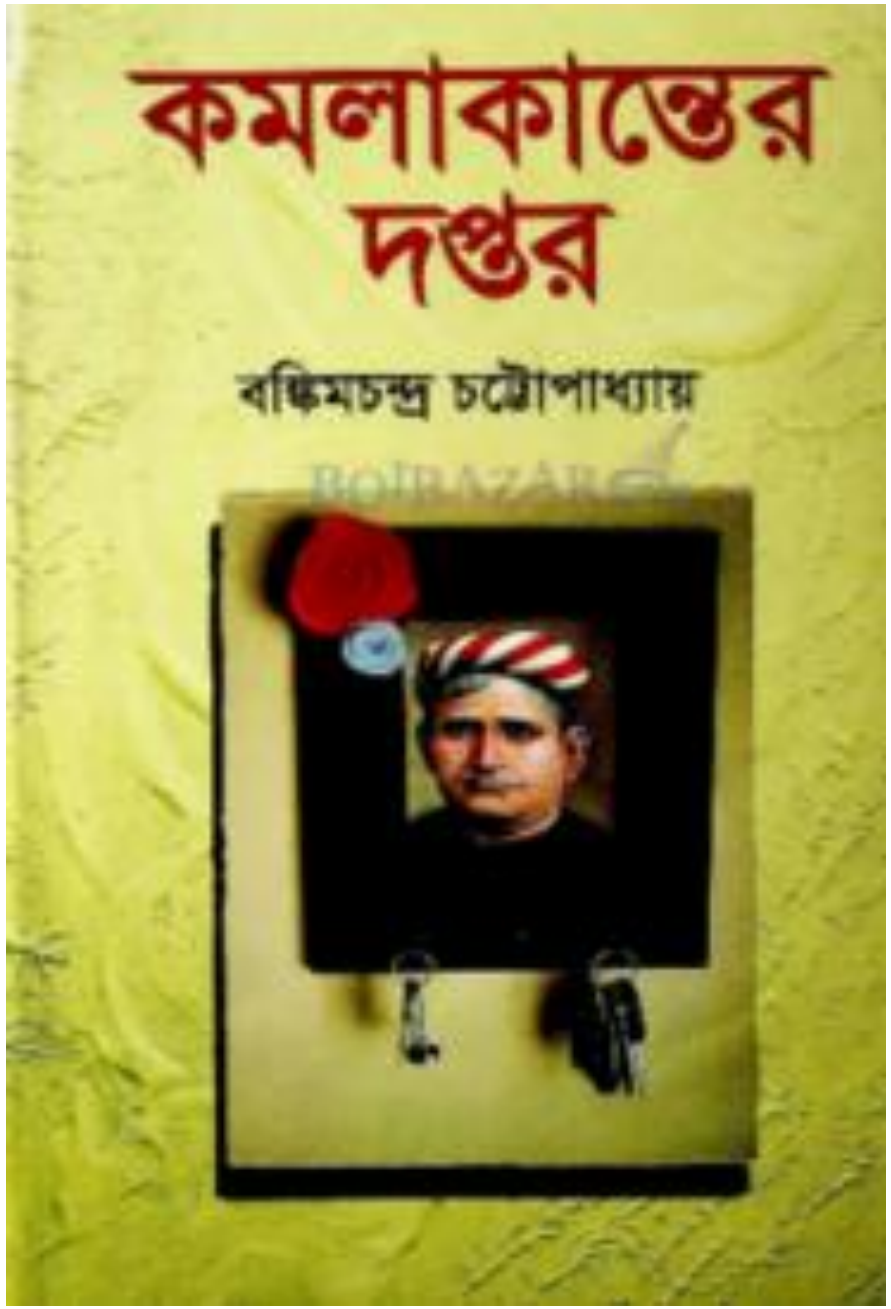


# কমলাকান্তের দপ্তর

- কমলাকান্তের দপ্তর
- কমলাকান্তের পত্র
- কমলাকান্তের জবানবন্দি

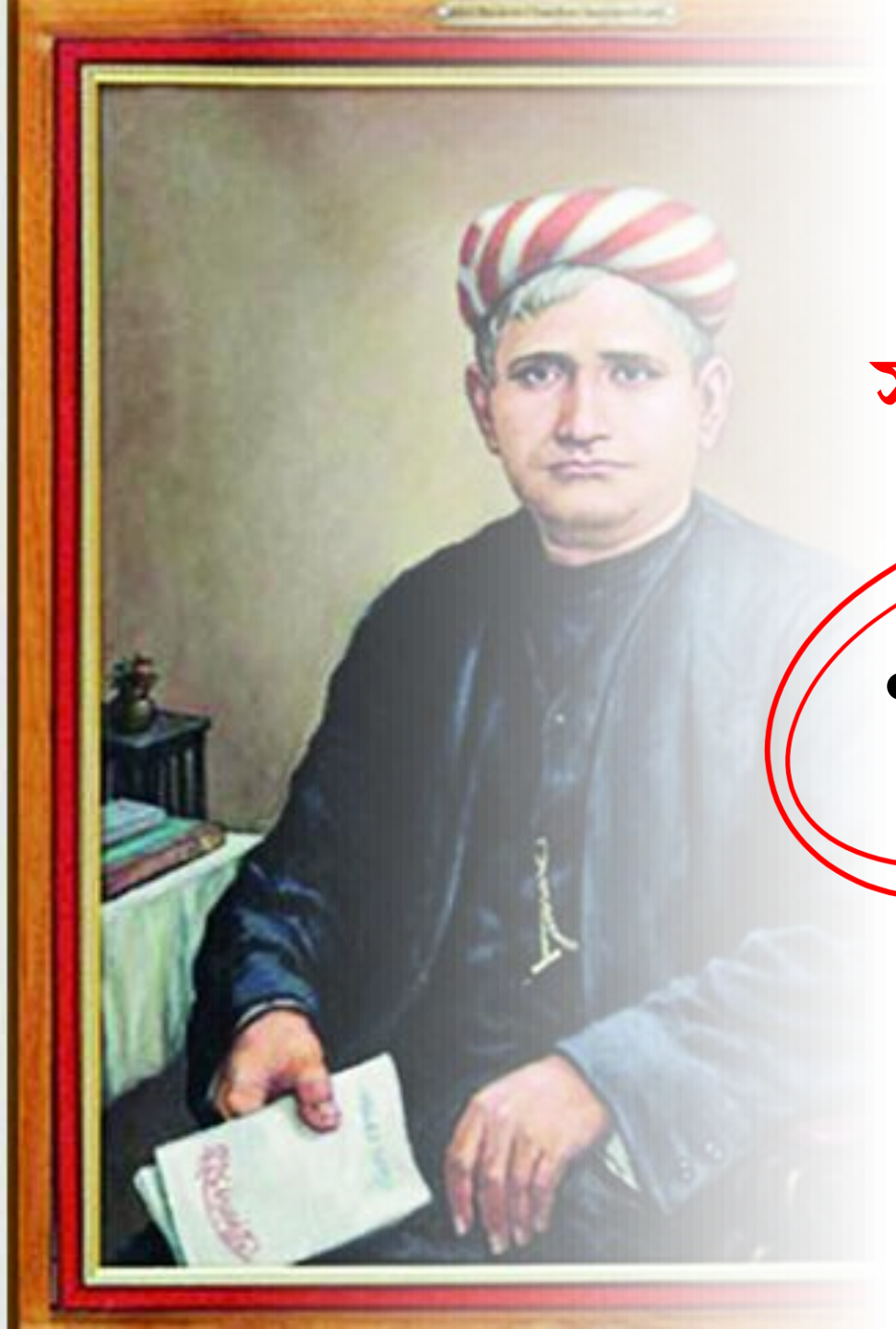

সম্পাদিত পত্রিকা

- বঙ্গদর্শন

১৮৭২

# চরিত্র

ভ্রমর, রোহিনী ও গোবিন্দলাল

কৃষ্ণকান্তের উইল

নব কুমার, কপালকুণ্ডলা, মতি বিবি-

কপালকুণ্ডলা

আয়েশা ও তিলোত্তমা-

দূর্গেশনন্দিনী

# বঙ্কিমচন্দ্র উক্তি

- পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ? (নবকুমারকে কপালকুণ্ডলা)

  এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক সংলাপ ।

- 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন? (কপালকুণ্ডলা)

- প্রদীপ নিভিয়া গেল। (কপালকুণ্ডলা এবং বিষবৃক্ষ)

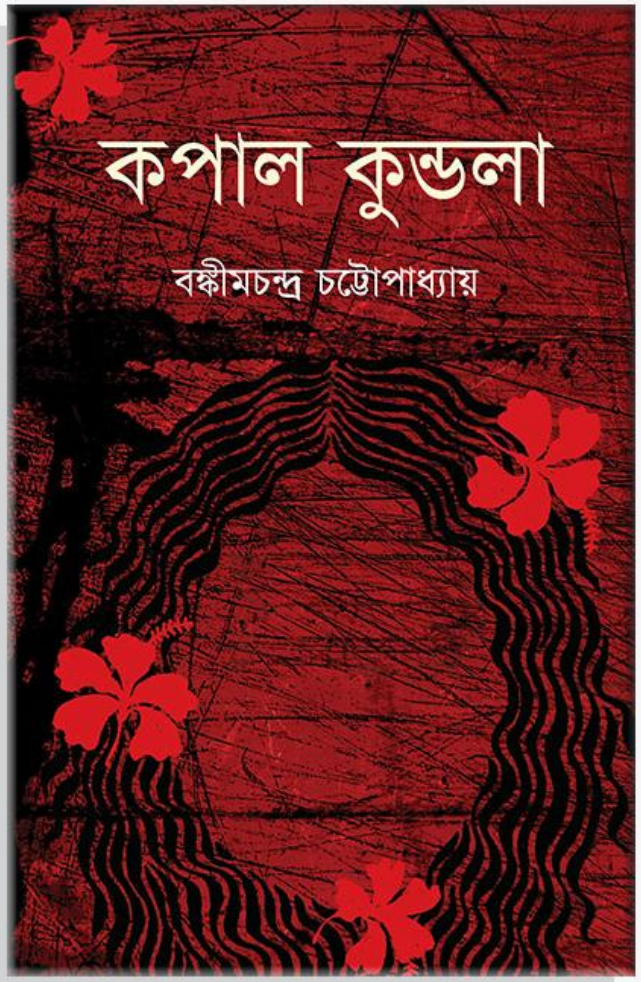

# Thank You!!!